প্রধানমন্ত্রী আজ এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেবেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:২৯

নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ বুধবার গণভবনে বেলা সাড়ে ১১টার পর তিনি এ ঘোষণা দেবেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গতকাল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এখন ঘোষণা হলেও এমপিওভুক্তি গত জুলাই থেকে কার্যকর হিসেবে ধরা হবে।

মতবিনিময়সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. সোহরাব

হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদসহ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। ২০১০ সালে যে পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছিল, এর দ্বিগুণ এবার এমপিওভুক্ত হবে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, ২ হাজার ৭৬৮টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হতে পারে। এর মধ্যে ১ হাজার ৬৫১টি স্কুল ও কলেজ (নতুন এমপিওভুক্তি ৬০০টি, স্তর পরিবর্তন ৯৭১টি, নতুন নি¤œ মাধ্যমিক ৪৩৯টি, মাধ্যমিক ১৪৬টি, উচ্চ মাধ্যমিক দুটি, কলেজ ৯৩টি)। মাদ্রাসা ৫৫৭টি, ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান ১৭৭টি, কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬২টি এবং এইচএসসি বিএম (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) প্রতিষ্ঠান ২৮৩টি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন থেকে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম চলমান থাকবে। যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর যোগ্য বিবেচিত হবে, তাদের এমপিওভুক্তির আওতায় আনা হবে। পিছিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা দিয়ে এগিয়ে আনা হবে।

তিনি আরও বলেন, নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্যতা ধরে রাখতে না পারলে এমপিও সুবিধা স্থগিত করা হবে। একবার এমপিওভুক্তি হলে আজীবন এ সুবিধা থাকবে না। এখন থেকে নতুন এবং পুরনো এমপিওভুক্ত সব প্রতিষ্ঠানকে নিবিড় মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হবে।

advertisement

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তাদের নিয়োগবাণিজ্য, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে সরকার ভাবছে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও শিক্ষার মান বাড়াতে নতুনভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা বাড়ানো হবে। এক প্রশ্নের জবাবে দীপু মনি বলেন, দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যতœ নিতে পারে প্রতিষ্ঠান। তবে সেটি ক্লাসের পাঠদানে গুরুত্ব না দিয়ে কোচিংয়ের মাধ্যমে নয়। নতুন কারিকুলাম আসছে, এর মধ্যে কিভাবে শিখন মান আরও উন্নত করা যায়, কোচিং নিরুৎসাহিত হয়, ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোচিং আসক্তি হ্রাস পাবে।

বিএম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণ বা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ রয়েছে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষকদের তথ্য অনুযায়ী, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিএম কলেজ রয়েছে ১ হাজার ৮৭৫টি। এর মধ্যে প্রায় ৭০০ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। বিএম স্তরে দুই লাখের বেশি শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকার থেকে মূল বেতন ও কিছু ভাতা পেয়ে থাকেন। সবশেষ ২০১০ সালে ১ হাজার ৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। এর পর থেকে এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। এখনো জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নতুন নীতিমালা বাতিল করে পুরনো নিয়মে স্বীকৃতি পাওয়া সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একযোগে এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। গত সোমবার থেকে তারা আমরণ অনশন শুরু করেছেন। আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে গতকাল তাদের প্রতি আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন শিক্ষকরা। আগামী মাসের কোনো এক সময় আশা করি তিনি সময় দেবেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, নীতিমালা সংশোধনের বিষয়টি এখনো যৌক্তিক দাবি নয়। একটি নীতিমালা অনুযায়ী আবেদন গ্রহণ, বাছাই শেষে এখন ফল প্রকাশের ক্ষণে এটি সংশোধনের সুযোগ নেই। শিক্ষকদের প্রধান দাবি এমপিওভুক্তি, সেটির ঘোষণা আসছে। তাদের এখন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে পাঠদানে মনোনিবেশ করা উচিত।

শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দেবেন কিনা জানতে চাইলে গতকাল সন্ধ্যা ৭টায় নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার বলেন, আমরা এখনো অনশন কর্মসূচিতে আছি। নির্বাহী কমিটির বৈঠকের পর পরবর্তী কর্মসূচির বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।